দৈনিক খবর

তারিখ 01 OCT 1990
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

ক্যাম্পাসে পুলিশ প্রহরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ক্যাম্পাসে সর্বক্ষণিক কড়া পুলিশ প্রহরা রাখার জন্য ভাইস চ্যান্সেলরকে অনুরোধ জানিয়েছে। সিন্ডিকেটের সভায় ক্যাম্পাসের আইন-শৃংখলার ব্যাপারে সিন্ডিকেট এবং ছাত্র প্রতিনিধিদের মধ্যে একটা বৈঠকের ব্যবস্থা করার জন্যও ভাইস চ্যান্সেলরের প্রতি আহবান জানানো হয়।

ভাইস চ্যান্সেলর যদিও জানিয়েছেন ক্যাম্পাসের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি আগের তুলনায় ভাল, কিন্তু সন্তোষজনক যে নয় তা পুলিশ প্রহরার প্রসঙ্গ থেকেই অনুমান করা যায়। পুলিশ প্রহরা বসিয়ে যখন শিক্ষাঙ্গন চালু রাখতে হয় তখন বোঝা যায় পরিস্থিতিতে কোথাও গোলমাল আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় শিক্ষাঙ্গনে পুলিশের কোন ভূমিকা থাকার কথা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা আসে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে। ছাত্রদের এ যুগে শুধু অধ্যয়ন তপস্যা না হতে পারে। তবু জ্ঞান বিজ্ঞানের সত্যিকার বিকাশের জন্য শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় যতখানি মনোনিবেশ ও সময় ব্যয় করা প্রয়োজন তা করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ কিছু ভিন্ন রকম হবার কথা। অন্তত পুলিশ প্রহরার প্রশ্ন ওঠার কথা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন কেউ চুরি-ডাকাতি করতে আসে না, তেমনি আইন ভঙ্গ করতেও আসে না। তবু আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য যে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে এটা কারো জন্যই নিশ্চয় গর্ব করে বলার বিষয় নয়।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হত্যার মত ঘটনার চেয়ে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থাই যে অনেক শ্রেয় এ ব্যাপারে সবাই একমত হবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে খুনাখুনি মারামারি গোলাগুলি সবার মনেই ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। অভিভাবকরা এখন সন্তানকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে ভরসা পান না। নিরীহ শিক্ষার্থীরাও স্বস্তি মত ক্লাস করতে পান না। কখন কোথায় অস্ত্র গর্জে উঠবে এ ভয় যেন সবার মনে। সন্ত্রাসের ফলে নিয়মিত কাজকর্ম চালানোই মুশকিল হয়ে উঠেছে। অথচ মজার বিষয় হচ্ছে সবাই অস্ত্রের নিন্দা করেন। হত্যার বিরুদ্ধে কথা বলেন। কিন্তু তা করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের খেলা ঠিকই জমে উঠছে। দৃশ্যত কেউই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই খুনোখুনি আর মারামারির ঘটনা চান না। এর বিপক্ষে বলার জন্য অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা আছেন, শিক্ষকরা আছেন। জনগণ তো আছেনই। ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়ার এরা ঘোরতর বিরোধী। কিন্তু তবু ছাত্ররা অস্ত্র হাতে পায়। ছাত্র হত্যার ঘটনা বারবার ক্যাম্পাসকে কলংকিত করে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, অভিভাবক কেউই তো ছাত্রদের অস্ত্র সরবরাহ করেন না, হত্যাকান্ডে উদ্বুদ্ধও করেন না। তাহলে ধরে নিতে হয় অদৃশ্য কোন এক বা একাধিক পক্ষের হাত হয়ত এখানে সক্রিয়। এই অশুভ হাতের ক্রিয়াকলাপ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা ছাত্র-শিক্ষকদের যখন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না তখন পুলিশের সাহায্য তো নিতেই হবে। একথা ঠিক যে পুলিশ ছাড়াই পরিস্থিতি যখন সুষ্ঠু ও স্বাভাবিকভাবে চলবে তখনই বিশ্ববিদ্যালয়ে সুস্থ অবস্থা ফিরে এসেছে বলে দাবী করা যাবে। লক্ষ্যও সেরকমই হওয়া উচিত। কড়াকড়ি পুলিশ প্রহরার মাঝে শিক্ষাঙ্গন চালু রাখার কোথাও বুঝি লজ্জা আছে। তবে উপায় যখন নেই তখন এ অবস্থাই মেনে নিতে হবে।